বাংলাদেশে করাত মাছ সংরক্ষণ

করণীয়

করাত মাছের বেশিরভাগ প্রজাতি সমগ্র বিশ্বে বিপন্ন প্রজাতির মাছের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশ বন্যপ্রাণি (সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ (তফসিল ১) এবং সাইটিস (CITES) এপেন্ডিঙ ১ এ এদের তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে। সমগ্র বিশ্বের মাঝে, বাংলাদেশের সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চল করাত মাছের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল। বাংলাদেশে কমপক্ষে তিনটি প্রজাতির করাত মাছ উপস্থিত ছিলো। বিগত কিছু বছর ধরে শুধুমাত্র এক প্রজাতির করাত মাছ (Largetooth sawfish) ধরা পড়ছে । করাত মাছগুলোর জন্য অন্যতম বড় একটি ঝুঁকি হচ্ছে মাছ ধরার বিভিন্ন জাল এবং বড়শি তে আটকে পরা। বাংলাদেশের উপকূলীয় লোকালয়ে আঞ্চলিক ভাবে একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, করাত মাছের মাংস ক্যান্সারের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। আর এই ধারণাটির প্রধান ভূমিকা রয়েছে এই মাছের বাজার মূল্য এবং চাহিদা তৈরিতে। আমাদের গবেষণা চলাকালীন (১৫ অক্টোবর, ২০১৬-২৬ ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত) বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ৪ টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র থেকে মোট ২৫ টি করাত মাছের অবতরণ রেকর্ড হয়েছে, যার প্রকৃত সংখ্যা নিঃসন্দেহে এর চেয়ে বেশি। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, হতে পারে বাংলাদেশে করাত মাছের সংখ্যা অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের মত একই হারে হ্রাস পেয়ে যায়নি। বাংলাদেশে করাত মাছ সংরক্ষণ কৌশল এবং নীতিমালা প্রণয়নের এক অনন্য সুযোগ রয়েছে যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে এর স্থানীয় হুমকি মোকাবেলা করে এর সংখ্যা হ্রাস রোধ এবং পুনরুদ্ধার করা। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

সামাজিক প্রচারাভিযান

ফলাফল

করাত মাছ ক্যান্সার ভালো করে, এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করে এর স্থানীয় চাহিদা হ্রাস করবে।

সুযোগ ও সম্ভাবনা

এলাকাভিত্তিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে সক্রিয় এনজিও, মৎস্য গবেষণা সংস্থা ও মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয় সাধন।

করাত মাছ জীবিত ছেড়ে দেয়ার কর্মসূচী গ্রহণ করা

ফলাফল

উপকূল বা সমুদ্রে মৎস্য আহরণের সময় অনিচ্ছাকৃত ভাবে করাত মাছ ধরা পরা এবং মারা যাওয়া হ্রাস করবে। জেলেদের করাত মাছ সংরক্ষণের অবিচ্ছেদ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়ার সুযোগ তৈরি করবে। নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের বোধ সৃষ্টি করবে।

সুযোগ ও সম্ভাবনা

মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে ইতোমধ্যে বিদ্যমান ক্ষতিপূরণ প্রদান সংক্রান্ত প্রকল্পের সাথে সমন্বয় সাধন। গবেষণা কাজে নিয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংস্থা গুলো মৎস্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর এর সাথে একত্রে মিলে করাত মাছ সংরক্ষণের কাজ শুরু করতে পারে।

করাত মাছের পণ্যের বিনিময়য় বাজার আরও কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা

ফলাফল

এটি জেলেদের করাত মাছ ধরার এবং ঘাটে আনার আগ্রহ হ্রাস করবে।

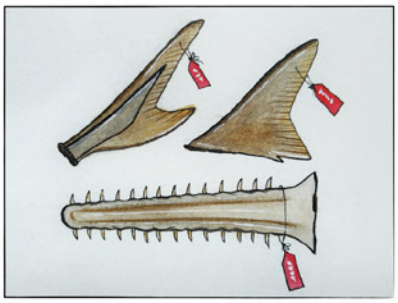

সুযোগ ও সম্ভাবনা

করাত মাছ বেচা-কেনার উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার আরও কঠোর প্রয়োগ এর বিভিন্ন অংশের বিক্রির সুযোগ কমাতে সক্ষম হবে।

আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য মূল বৈজ্ঞানিক নিবন্ধটি পড়ুনঃ https://doi.org/10.1002/aqc.3403

*অথবা যোগাযোগ করুনঃ আলিফা হক, ইমেইলঃ alifa.haque@du.ac.bd